1/1/2017

Forex Beginner Guide

[ফরেক্স শিখা এখন অনেক সহজ]

RH Rohan
FOREX BANGLADESH

www.fxbangladesh.com info@fxbangladesh.com +8801558006880

আলোচ্য বিষয়সমূহ

- এই গাইড তৈরি পিছনে প্রধান কারণ।
- এই গাইড কেন গুরুত্বপূর্ণ?
- কিভাবে ট্রেডিং একাউন্ট খুলবেন?
- কিভাবে টাকা লেনদেন করবেন?

Chapter 1 ফরেক্স মার্কেট বেসিক

1.1. ফরেক্স কি?
1.2. ফরেক্স ট্রেড কেন করবেন?
1.3. ফরেক্স ট্রেড করতে কি কি প্রয়োজন?
1.4. কিভাবে ফরেক্স মার্কেট থেকে আয় করা সম্ভব?
1.5. সফল ট্রেডারের কিছু গুণ

Chapter 2 প্রাথমিক যে বিষয় জানতে হবে

1.1. কিভাবে ট্রেড শুরু করবেন?
1.2. ফরেক্স চার্ট পরিচিতি
1.3. ফরেক্স ট্রেড করার আদর্শ সময়
1.4. ফরেক্স রিবেট কি?
1.5. ৩ ধরনের এনালাইসিস এর সাথে পরিচয়।
1.6. আপনি কি ধরনের ট্রেডার?

Chapter 3 ট্রেড শুরু করার আগে কিছু করনীয়

1.1. সাপোর্ট এবং রেসিস্টেন্স কি?
1.2. ট্রেন্ড লাইন এবং এর কাজ
1.3. ফরেক্স চ্যানেল কি?

Chapter 4 ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নের বিভিন্ন বিষয়

1.1. ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নের অর্থ
1.2. ডাবল টপ এবং ডাবল বোটম প্যাটার্ন
1.3. হেড এবং শোলডার প্যাটার্ন
1.4. ওয়েজ চার্ট প্যাটার্ন

Chapter 5 জনপ্রিয় সব ইন্ডিকেটর

1.1. Moving Average সম্পর্কে বিস্তারিত
1.2. Stochastic সম্পর্কে বিস্তারিত
1.3. MACD সম্পর্কে বিস্তারিত
1.4. RSI সম্পর্কে বিস্তারিত
1.5. Bollinger Bands সম্পর্কে বিস্তারিত
1.6. Ichimoku সম্পর্কে বিস্তারিত

Chapter 6 বিভিন্ন ব্রোকার নিয়ে আলোচনা

1.1. Instaforex সম্পর্কে বিস্তারিত
1.2. SuperForex সম্পর্কে বিস্তারিত
1.3. WesternFX সম্পর্কে বিস্তারিত
1.4. Exness সম্পর্কে বিস্তারিত

Chapter 7 ডাইভারজেন্স ট্রেডিং এর কিছু বিষয়

1.1. ডাইভারজেন্স ট্রেডিং কি?
1.2. ডাইভারজেন্স ট্রেডিং কিভাবে করবেন?
1.3. ডাইভারজেন্স ট্রেডিং এ এন্ট্রি নেয়ার কৌশল
1.4. ডাইভারজেন্স ট্রেডিং এর প্রধান শর্ত সমূহ।

Chapter 8 এডভান্স ট্রেডিং এর বিষয়

1.1. ফরেক্স পিভট পয়েন্ট এনালাইসিস
1.2. স্কাল্পিং কি?
1.3. Fibonacci সম্পর্কে বিস্তারিত
1.4. নিউজ ট্রেডিং

Chapter 9 বাইনারি ট্রেডিং সম্পর্কে

1.1. ফরেক্স এবং বাইনারির মধ্যে কিছু পার্থক্য
1.2. বাইনারি ট্রেড করার আদর্শ সময়
1.3. আপনি ফরেক্স নাকি বাইনারি ট্রেডার
1.4. বাইনারি ট্রেড বেশী লস কেন হয়

Chapter 10 বাইনারি একাউন্ট এবং ব্রোকার

Chapter 11 বাইনারি ট্রেডিং কৌশল সমূহ

Chapter 12 মেটাট্রেডার প্ল্যাটফর্ম নিয়ে বিস্তারিত

Chapter 13 ফরেক্স প্রতারণা

Good Luck!

Fx Bangladesh school + advisor

এই গাইড তৈরির পিছনে প্রধান কারণ!

আমরা ফরেক্স মার্কেটে ট্রেড শুরু করি ২০১১ সাল থেকে। তখন ফরেক্স মার্কেট নিয়ে তেমন কোনও ভালো ওয়েবসাইট কিংবা গাইডলাইন ছিল না। কারও কাছ থেকে যে পরামর্শ নিয়ে ট্রেড করবো তারও কোনও উপায় নেই। গুগল থেকে অনেক পরিমাণ সার্চ করে এই ফরেক্স মার্কেট সম্পর্কে কিছুটা বুঝতে পারি।

তখনকার সময়, ফরেক্স ট্রেড করার জন্য কি কি বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে সেই তথ্য জানার ভালো কোনও মাধ্যমও ছিল না। কোনও নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য মাস খানেক লেগে যেতো আর বুঝতে লেগে যেতো তারও বেশী। কারণ নতুন ট্রেডারদের কাছে এমন অনেক বিষয় থাকে যা ইংরেজিতে বুঝতে গেলে অনেক কষ্ট করতে হয়।

সেই চিন্তা থেকেই '**ফরেক্স বাংলাদেশ**' এর যাত্রা শুরু হয় ২০১৬ সালে। কিন্তু নানান জটিলতা এবং পর্যাপ্ত সময় দেয়ার অভাবে এই সাইটের কাজ প্রায় অনেকদিন বন্ধ ছিল। ২০১৭ সাল, থেকে পুনরায় এই সাইটের কাজ শুরু হয় এবং খুব অল্প দিনেই ফরেক্স ট্রেডারদের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করেছে। আজ এই ওয়েবসাইটের পাঠক সংখ্যা প্রায় প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১২০০ জন এবং দিন দিন সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আপনাদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে এই ওয়েবসাইটের সমস্ত আর্টিকেলগুলোকে বাংলা ভাষায় রেখেছি যাতে নতুন ট্রেডারদের ফরেক্স সম্পর্কিত কোনও বিষয় সম্পর্কে জানতে এবং বুঝতে এখন আর যেন কষ্ট করতে না হয়।

ফরেক্স মার্কেটে ট্রেড করার জন্য আমাদের বাংলাদেশীদের মধ্যে জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে কিন্তু ভালো গাইডলাইন এবং মানসম্মত বিষয় বস্তুর অভাবের কারণে অধিকাংশ ট্রেডারই ভালো প্রফিট করতে পারেন না। আমাদের এই ওয়েবসাইট তৈরির মূল লক্ষ্য হচ্ছে, ফরেক্স মার্কেট সম্পর্কে সঠিক তথ্যটি আপনাদেরকে প্রদান করা এবং একজন সফল ট্রেডার হিসাবে গড়ে তোলায় সহায়তা করা।

আশা করি, সহজভাবে ফরেক্স মার্কেটকে তুলে ধরার আমাদের এই প্রয়াস, আপনার ভালো লাগবে এবং আপনাকে একজন দক্ষ ট্রেডার হিসাবে গড়ে তোলার কাজে আমরা কিছুটা হলেও সহায়তা করতে পারবো।

শুভেচ্ছান্তে,

R.H.Rohan
Founder- Forex Bangladesh

এই গাইড কেন গুরুত্বপূর্ণ?

আপনি যখন কারও কাছে ফরেক্স ট্রেড শিখতে যাবেন এর জন্য আপনাকে টাকা খরচ করতে হতে পারে। আজকাল ফরেক্স এর উপরে বিভিন্ন ধরনের ক্লাস করানো হচ্ছে, যার জন্য আপনাকে ৮,০০০ - ১০,০০০ টাকা খরচ করতে হবে। অথচ একটু চেষ্টা করলেই, এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আরও বিস্তারিত ভাবে আমাদের ওয়েবসাইট থেকে জানতে এবং শিখতে পারবেন বিনামূল্যে। যে টাকা খরচ করে আপনি আপনি ফরেক্স ট্রেড শিখবেন সেই টাকা দিয়ে রিয়েল ট্রেড শুরু করুন। আপনাদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে এই ওয়েবসাইটের সম্পূর্ণ আর্টিকেলগুলোকে বাংলায় রাখা হয়েছে।

এছাড়াও, যারা ট্রেডে একদম নতুন তাদের জন্য বিভিন্ন ব্রোকার সম্পর্কেও আমরা আলোচনা করেছি যাতে করে আপনি একটি ভালো ব্রোকারের মাধ্যমে ট্রেড শুরু করতে পারেন।

এই গাইডের মাধ্যমে আপনি, ফরেক্স মার্কেটের একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধাপে ধাপে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে শিখতে পারবেন যা সম্পূর্ণভাবে ভালো করে পড়ে নিলে কারও সহায়তা ছাড়াই ফরেক্স ট্রেড শুরু করে নিতে পারবেন।

এই গাইড এবং আমাদের ওয়েবসাইটের সমস্ত আর্টিকেল, কৌশল সমূহ আমাদের বাস্তবিক ট্রেডিং থেকে নেয়া হয়েছে। ফরেক্স ট্রেড করতে গিয়ে আমরা বিগত কয়েক বছরে যেসব বিষয়গুলো জেনেছি কিংবা শিখেছি এবং আপনাদের জন্য প্রয়োজনীয় মনে করেছি তার সবকিছুই আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আমাদের ওয়েবসাইট এবং এই গাইডে, আমরা যেসকল ব্রোকার নিয়ে আলোচনা করেছি সেটা শুধুমাত্র আপনাদের স্বার্থে। এখানে কোনও ধরনের বিজ্ঞাপন কিংবা কোনও নির্দিষ্ট ব্রোকার সম্পর্কে আপনাদের অবহিত করিনি। চেষ্টা করেছি, বাংলাদেশে যেসব ব্রোকার জনপ্রিয় তাদেরই আপনাদের সামনে তুলে ধরার। এছাড়াও, বিভন্ন ধরনের ব্রোকারের বিভিন্ন ধরনের বোনাস অফার সম্পর্কেও জানানোর চেষ্টা করেছি। আশা করি আমাদের এই প্রয়াস আপনার ভালো লাগবে।

মনে রাখবেন, ফরেক্স ট্রেডিং অতিমাত্রার ঝুঁকিপূর্ণ একটি মাধ্যম। আপনি যদি নিজে এই ঝুঁকি সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে থাকেন তাহলেই শুধুমাত্র ফরেক্স ট্রেডে বিনিয়োগ করবেন। 'ফরেক্স বাংলাদেশ' কাউকে ফরেক্স কিংবা বাইনারি ট্রেডিং করার জন্য উৎসাহিত করে না। আপনি এই আর্টিকেল পড়ছেন তার অর্থ হচ্ছে, আপনি এই মার্কেট সম্পর্কে বোঝেন এবং এর সাথে জড়িত ঝুঁকি সমুহের উপর আপনার ধারনা আছে। এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমাদের **'ঝুঁকি সতর্কতা'** পড়ে নিন। মূলত আপনাদেরকে এই মার্কেট সম্পর্কে অবগত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য।

ফরেক্স মার্কেট বেসিক

1.1. ফরেক্স কি? - Foreign Exchange এর শর্টফর্ম হচ্ছে ফরেক্স (FX), এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক মার্কেট। এখন প্রশ্ন থাকতে পারে কতো বড়? পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্টক মার্কেট, New York Stock Exchange (NYSE) যাতে প্রতিদিন আনুমানিক $22.4 Billion এর ট্রেড হয় আর ফরেক্স মার্কেটে প্রতিদিন ট্রেড হয় আনুমানিক $5.3 Trillion এর মত। কি, কিছু বুঝলেন? ফরেক্স মার্কেট হছে এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় Foreign Exchange Market। এই বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য এই আর্টিকেল '**ফরেক্স কি**?' পড়ুন।

1.2. ফরেক্স ট্রেড কেন করবেন? – শুরুতেই বলেছি এই মার্কেট অনেক ঝুঁকিপূর্ণ একটি মার্কেট তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে কেনইবা প্রতিদিন এই বিপুল পরিমাণ মানুষ এই মার্কেটে ট্রেড করে থাকেন? আর কেনইবা এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম? কোনও না কোনও সুবিধা নিশ্চয় রয়েছে এখানে। সেটা না হলে কেনইবা এত লোক ঝুঁকি নিয়ে ট্রেড করবেন? ফরেক্স ট্রেডের কিছু সুবিধা রয়েছে যা আপনি আর কোথাও পাবেন না। এই সুবিধা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমাদের এই আর্টিকেলটি '**ফরেক্স ট্রেড কেন?**' পড়ুন। সবকিছু আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

1.3. ফরেক্স ট্রেড করতে কি কি প্রয়োজন? – একজন নতুন ট্রেডার হলে, আপনি হয়তোবা চিন্তা করবেন ফরেক্স ট্রেড করার জন্য কি কি প্রয়োজন হয়। আসলে ব্যাপারটি অনেক বেশী সহজ। এক কোথায় ফরেক্স মার্কেট আপনি আপনার পকেটে নিয়ে ঘুরতে পারবেন! অবাক হচ্ছেন? আপনার যদি একটি স্মার্টফোন থাকে তাহলেই আপনি ফরেক্স ট্রেড শুরু করতে পারবেন এবং এর সাথে প্রয়োজন পরবে ইন্টারনেট কানেকশন এর। এছাড়াও, আপনার যদি নিজস্ব কম্পিউটার থাকে তাহলে ফরেক্স ট্রেড করতে পারবেন খুব সহজেই। এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে '**ফরেক্স ট্রেডিং টুলস**' আর্টিকেলটি পড়ে নিন।

1.4. কিভাবে ফরেক্স মার্কেট থেকে আয় করা সম্ভব? – সহজ উত্তর হচ্ছে বাই/সেল করার মাধ্যমে। আপনি একটি নির্দিষ্ট কারেন্সি পেয়ার ট্রেড করে প্রফিট করতে পারেন। যেমন, একজন দোকানী- কম দামে একটি পণ্য কিনে একটু বেশী দামে আপনার কাছে বিক্রি করে। ফরেক্স মার্কেটে প্রায় সবকিছুই ট্রেড করা হয়ে থাকে কিন্তু তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ হচ্ছে কারেন্সি পেয়ারে ট্রেড। একটি মুদ্রার বিপরীতে অন্য একটি মুদ্রার কেনাবেচা করে প্রফিট করা যায়। বিস্তারিত জানতে আমাদের, 'ফরেক্স থেকে আয়' এই আর্টিকেলটি পড়ুন।

1.5. সফল ট্রেডারের কিছু গুণ - ফরেক্স মার্কেট থেকে প্রফিট করাটা যতটা সহজ তার থেকে বড় কষ্ট হচ্ছে নিজের ইনভেস্টের এমাউন্ট টাকে ধরে রাখা। একজন দক্ষ ট্রেডার হতে হলে আপনাকে অবশ্যই কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে। ধৈর্য, ইচ্ছাশক্তি এবং প্রফিট করার মানুশিকতা হচ্ছে প্রথম শর্ত। একজন দক্ষ ট্রেডারের কিছু **গুণাবলি** জেনে নিন।

প্রাথমিক যে বিষয় জানতে হবে

1.1. **কিভাবে ট্রেড শুরু করবেন?** – এই অংশে, আপনি কিভাবে আপনার কম্পিউটারে ফরেক্স এর ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম ইন্সটল করবেন এবং সেই সফটওয়্যার সেট-আপ করবেন সে বিষয়ে বর্ণনা করা আছে। আশা করি আপনার বুঝতে কোনও অসুবিধা হবে না। বিস্তারিত পড়ার জন্য আমাদের এই আর্টিকেলটি '**ট্রেডের শুরু**' পড়ে নিন।

1.2. **ফরেক্স চার্ট পরিচিতি -** ফরেক্স ট্রেডিং টার্মিনালে ৩ ধরনের চার্ট পাওয়া যায়। এখন আমরা শিখব কিভাবে এই তিন ধরনের চার্টের অর্থ বুঝা যায়। একজন নতুন হিসাবে আপনার কাছে এই চার্ট স্পষ্ট নাও হতে পারে। এর জন্য আমাদের '**চার্ট পরিচিতি**' আর্টিকেলটি পড়ুন। ১. লাইন চার্ট ২. বার চার্ট ৩. ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট ।

1.3. **ফরেক্স ট্রেড করার আদর্শ সময় -** ট্রেডিং এর জন্য বেস্ট সময় নির্ধারণের আগে আমাদের ফরেক্স মার্কেটের ২৪ ঘন্টা সময় দেখে নেওয়া উচিত। ফরেক্স মার্কেট মোট ৪টা বড় ট্রেডিং টাইম আছে, Sydney session, Tokyo session, London session, এবং New York session । প্রত্যেকটা ট্রেডিং টাইম তাদের নিজ নিজ লোকাল বিজনেস এর সময় অনুযায়ী খোলে এবং বন্ধ হয়। **বিস্তারিত**।

1.4. **ফরেক্স রিবেট কি? -** আমরা যখন একটি Trade open করি তখন ট্রেডটি একটু লসে open হয়। এই লসটাকে বলে Spread. এটা ব্রোকারের প্রফিট। ব্রোকারের সেই প্রফিট থেকে কিছু অংশ ফেরত পাওয়াই হচ্ছে রিবেট (Rebate)। **বিস্তারিত পড়ুন।**

1.5. **৩ ধরনের এনালাইসিস এর সাথে পরিচয়। -** ফরেক্স মার্কেটে মূলত তিন ধরনের এনালাইসিস রয়েছে। এখন আমরা আপনাকে এই এনালাইসিস গুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে দিবো। এর ভিত্তিতেই আপনাকে ট্রেডে এন্ট্রি নিতে হবে। জেনে নিন কিভাবে। 1. Technical Analysis 2. Fundamental Analysis 3. Sentimental Analysis

1.6. **আপনি কি ধরনের ট্রেডার?** – ফরেক্স ট্রেডিং এর ধরণ অনুযায়ী কিছু ভাগ আছে। আপনি যদি বুঝতে পারেন আপনি কোন ধরনের ট্রেডার তাহলে ট্রেড করতে আপনার কোনও ধরনের সমস্যা হবে না। এই আর্টিকেল থেকে আপনি জানতে পারবেন, **ট্রেডিং এর ধরণ** সম্পর্কে।

Fx Bangladesh school + advisor

ট্রেড শুরু করার আগে কিছু করনীয়

1.1. **সাপোর্ট এবং রেসিস্টেন্স কি? –** ফরেক্স ট্রেডের একটি অবিচ্ছেদ্দ অংশ। আপনি যতো ধরনের ইন্ডিকেটর ব্যবহার করনে না কেন তার মধ্যে এটি হচ্ছে সবচেয়ে বেশী কার্যকরী। সাপোর্ট এবং রেজিস্টেন্স হচ্ছে ফরেক্স ট্রেডিং এর বহুল পরিচিত এবং বহুল ব্যবহৃত একটি কনসেপ্ট। প্রত্যেক ট্রেডার তাদের নিজ নিজ আইডিয়া ব্যবহার করে সাপোর্ট এবং রেজিস্টেন্স পরিমাপ করে থাকেন। চলুন আমরা প্রথমে এর বেসিক আগে ভালো করে জেনে নেই-**বিস্তারিত (ক্লিক করুন)**

1.2. **ট্রেন্ড লাইন এবং এর কাজ –** ট্রেন্ডলাইন হচ্ছে ফরেক্স ট্রেডিং এর টেকনিক্যাল এনালাইসিসে ব্যবহৃত টুল গুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত।আপনি যদি এটিকে সঠিকভাবে আঁকতে পারেন, তাহলে এটি আরও অন্যান্য ইন্ডিকেটরের মতই সঠিক ট্রেন্ড নির্দেশনা দিবে। কিন্তু খুব দুঃখজনক হছে, বেশীরভাগ ট্রেডারই এই ট্রেন্ডলাইনকে সঠিকভাব আঁকতে পারেন না। সম্পূর্ণ সঠিকভাবে ট্রেন্ডলাইন আঁকার জন্য আপনাকে প্রথমে চার্টে দুইটি প্রধান টপ (tops) অথবা বোটম (bottoms) খুঁজে বের করতে হবে এবং সেটিকে যুক্ত করতে হবে। কঠিন মনে হচ্ছে? না অনেক সহজ এটা! এই কারনেই আমরা এত বেশী ভুল করি। এই আর্টিকেলটি '**ট্রেন্ডলাইন**' বিস্তারিত পড়লে আপনি এই বিষয়ে আরও বেশী জানতে পারবেন।

Fx Bangladesh school + advisor

1.3. **ফরেক্স চ্যানেল কি? -** আমরা যদি ট্রেন্ডলাইন থিওরিকে আর একটু এগিয়ে নিয়ে যাই এবং একটি সমান্তরাল (parallel) লাইন আঁকি যেটা আপট্রেন্ড অথবা ডাউনট্রেন্ড এর দিক নির্দেশ করে তাহলে আমরা একটি চ্যানেল)channel) পেয়ে যাবো। ফরেক্স ট্রেডের অন্যান্য টেকনিক্যাল এনালাইসিসের মতই Forex Channel, একটি ভালো বাই)buy) অথবা সেল)sell) এর এন্ট্রি নির্দেশ করে থাকে। চ্যানেলের বোটম এবং টপ একটি নির্দিষ্ট এরিয়ার সাপোর্ট এবং রেসিস্টেন্স কে নির্দেশ করে থাকে। ফরেক্স চার্টে তিন ধরনের চ্যানেল পাওয়া যায়ঃ

- আপ চ্যানেল–Ascending channel (higher highs and higher lows)
- ডাউন চ্যানেল–Descending channel (lower highs and lower lows)
- সমতল চ্যানেল–Horizontal channel (ranging)

চ্যানেলের সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য এবং সঠিক ভাবে আঁকার জন্য আমাদের '**চ্যানেল**' আর্টিকেলটি পড়ুন।

ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নের বিভিন্ন বিষয়

1.1. ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নের অর্থ - ফরেক্স ট্রেডিং এর জন্য ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নের গুরুত্ব অপরিসীম। নতুন যারা ট্রেড করছি তারা প্রায়ই এই বিষয়টিকে এড়িয়ে যাই। আপনি যদি, ভালো করে এই ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন বুঝে ট্রেড করতে পারেন তাহলে আপনি আগে থেকেই ধারনা করতে পারবেন প্রাইস কোথায় যেতে পারে কিংবা কোন ট্রেন্ডের ভবিষ্যৎ কোন দিকে যেতে পারে। আপনাদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে এই প্যাটার্নগুলোকে একটি নির্দিষ্ট চার্টের মাধ্যমে দিয়েছি। **ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন** সম্পর্কে বিস্তারিত জানুন।

1.2. ডাবল টপ এবং ডাবল বোটম প্যাটার্ন - Double Top হছে একটি ট্রেড reversal Pattern যেটা একটি বড় রকমের মার্কেট মুভআপ এর পর হয়ে থাকে।- মনে রাখবেন, double tops, double bottoms হচ্ছে বিপরীতমুখী ট্রেন্ড নির্দেশ করে এবং এটি শুধুমাত্র একটি শক্তিশালী আপ অথবা ডাউন ট্রেন্ডের পর দেখা যায়। ফরেক্স ট্রেডারদের কাছে এই প্যাটার্ন খুব বেশী জনপ্রিয়। **বিস্তারিত** জেনে নিন।

Fx Bangladesh
school + advisor

1.3. হেড এবং শোলডার প্যাটার্ন - একটি বিপরীতমুখী ট্রেন্ড ফরমেশন প্যাটার্ন। ট্রেডাররা এই প্যাটার্ন ব্যবহার করে এন্ট্রি নিয়ে থাকেন। ডাবল টপ এবং বোটম প্যাটার্নের মতই এখানেও আমরা একটি নির্দিষ্ট পয়েন্টে গিয়ে এন্ট্রি নিব যাতে করে মার্কেট ট্রেন্ড বুঝে প্রফিট করতে পারি। এই বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের '**Head & Shoulder**' এই আর্টিকেলটি পড়ুন।

1.4. ওয়েজ চার্ট প্যাটার্ন - এই প্যাটার্ন নির্দেশ করে ফরেক্স ট্রেডাররা এই প্রাইসের পরবর্তী মুভমেন্ট কোথায় নিয়ে যাবে। Wedge pattern মূলত, মার্কেট প্রাইসের ধারাবাহিকতা অথবা বিপরীতমুখী পরিবর্তন নির্দেশ করে। এর মধ্যে রয়েছে Rising Wedge প্যাটার্ন, Falling Wedge প্যাটার্ন এবং অন্যান্য। আপনাদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে আমরা বিভিন্ন ধরনের এই **ওয়েজ প্যাটার্ন** নিয়ে আলোচনা করেছি। আশা করি আপনার বুঝতে কোনও অসুবিধা হবে না। এছাড়াও, প্রতিটি আর্টিকেলে উদাহরণ সহ দেয়া আছে যা আপনার বুঝতে সহজ হবে।

যদি কোনও চার্ট প্যাটার্ন বুঝতে আপনার সমস্যা হয় তাহলে আমাদের সাপোর্টে যোগাযোগ করুন। সহায়তা পাবেন অবশ্যই।

জনপ্রিয় সব ইন্ডিকেটর

1.1. **Moving Average সম্পর্কে বিস্তারিত -** Moving Average হচ্ছে ফরেক্স ট্রেডারদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন ইন্ডিকেটর। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মার্কেটের এভারেজ প্রাইজ ভ্যালু কেমন ছিল তা বোঝার জন্য মুভিং এভারেজ ব্যবহার করা হয়। মুভিং এভারেজ সম্পর্কে ভাল ধারনা আছে এমন যেকোনো ট্রেডার মুভিং এভারেজ এর সাহায্যে খুব সহজেই মার্কেটের ভবিষ্যৎ অবস্থান সম্পর্কে ধারনা করতে পারে। মুভিং এভারেজ ইন্ডিকেটরটি মেটাট্রেডার ইন্ডিকেটর লিস্টে ডিফল্ট হিসেবে দেয়া আছে। বিভিন্ন ধুরনের মুভিং এভারেজ সম্পর্কে বিস্তারিত জানুন। **বিস্তারিত**।

1.2. **Stochastic সম্পর্কে বিস্তারিত -** এটি অন্যতম ফরেক্স চার্ট এনালাইসিস ইন্ডিকেটর যেটা আপনাকে মার্কেট ট্রেন্ড কোথায় গিয়ে শেষ হতে পারে তার একটা ধারনা প্রদান করে থাকে। Stochastic হচ্ছে একটি oscillator যেটা আপনাকে মার্কেট Overbought নাকি Oversold এটা বুঝতে সাহায্য করে। এটির একটি নির্দিষ্ট পরিমাপক স্কেল আছে যার ভেলু 0-100 এর মধ্যে থাকে। **সম্পূর্ণ জেনে নিন।**

1.3. **MACD সম্পর্কে বিস্তারিত -** **M**oving **A**verage **C**onvergence **D**ivergence.এই ইন্ডিকেটরটি মুভিংএভারেজ কেলকুলেট করার মাধ্যমে ট্রেডারকে নতুন একটি ট্রেন্ড হচ্ছে কিনা তা বুঝতে সাহায্য করে সেটা Bullish হোক কিংবা Bearish হোক। মোটকথা, আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে নতুন কোন ট্রেন্ড হচ্ছে কিনা সেটা ধরতে পারা কারন, সবচেয়ে বেশী প্রফিট মার্কেট ট্রেন্ড থেকেই পাওয়া যায়। **MACD** নিয়ে জানুন।

1.4. **RSI সম্পর্কে বিস্তারিত -** অনেকটা stochastic এর মতন কাজ করে অর্থাৎ এটিও মার্কেটের Overbought এবং Oversold কন্ডিশন নির্দেশ করে। এটিরও একটি পরিমাপক স্কেল রয়েছে যার ভেলু 0-100 পর্যন্ত হয়ে থাকে। যখন রিডিং 30 এর নিচে চলে আসে তখন এটি আপনাকে Oversold এবং যখন রিডিং 70 এর উপরে চলে যায় তখন আপনাকে Overbought কন্ডিশন নির্দেশ করে। এই ইন্ডিকেটর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমাদের **RSI Indicator** আর্টিকেলটি পড়ে নিন।

1.5. **Bollinger Bands সম্পর্কে বিস্তারিত -** এটি ফরেক্স ট্রেডারদের কাছে খুব জনপ্রিয় একটি ইন্ডিকেটর। মূলত মার্কেটের মুভমেন্ট বুঝতে ব্যবহার করা হয়। এক কথায় এটি আপনাকে জানাবে মার্কেটের মুভমেন্ট কি এখন High নাকি low. যখন Band গুলো একটি অন্যটির কাছাকাছি থাকে তখন মার্কেটের মুভমেন্ট Low থাকে আর যখন মার্কেটের মুভমেন্ট থাকে তখন Band গুলো প্রশস্থ হয়ে যায়। কিভাবে ব্যবহার করবেন **জেনে নিন।**

1.6. **Ichimoku সম্পর্কে বিস্তারিত -** Ichimoku Kinko Hyo এর অর্থ হচ্ছে = এক দৃষ্টিতে চার্টের ভারসাম্য অবস্থা। বুঝতে একটু কষ্ট হলেও এটা আপনার ফরেক্স ট্রেডের জন্য আশীর্বাদ হিসাবে কাজ করবে। জাপানিজ এই ইন্ডিকেটর দিন দিন ফরেক্স ট্রেডারদের কাছে অনেক বেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। যারা প্রফেশনাল ট্রেডিং করেন তারা এই ইন্ডিকেটর সবচেয়ে বেশী ব্যবহার করে থাকেন। এই ইন্ডিকেটর সম্পর্কে **বিস্তারিত** জানুন। আপনাদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে আমরা এটি একটি **ভিডিও ওয়েবিনারের** মাধ্যমে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি।

কিভাবে ট্রেডিং একাউন্ট খুলবেন?

আমরা আগেই আপনাদের বলেছি, আমরা এই আর্টিকেলে কোনও নির্দিষ্ট ব্রোকার কিংবা তাদের সার্ভিস আপনাদেরকে জানানো, তাদের কোন প্রচারনা করছি না। আপনাদের সুবিধার জন্য, বাংলাদেশে যেসব ব্রোকার জনপ্রিয় শুধুমাত্র তাদের সম্পর্কেই আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

যারা ফরেক্স ট্রেডে নতুন তাদের জন্য একটি ভালো ব্রোকার পছন্দ করা অনেকটাই কষ্টকর হয়ে যায়। কারণ অনলাইনে খুঁজাখুঁজি করলে আপনি প্রায় সব ব্রোকারেরই কিছু ভালো এবং কিছু খারাপ দিক পাবেন। সব ব্রোকারই ভালো।

নতুনদের জন্য আমাদের পরামর্শ হচ্ছে- Instaforex/ ইন্সটাফরেক্স । যারা নতুন ট্রেড করছেন তাদের জন্য প্রথমে বড় ধরনের অর্থ ডিপোজিট করা অনেকটাই কষ্টকর হয়ে যায়। তাই তাদের জন্য ইন্সটাফরেক্স আদর্শ। এই ব্রোকার সবচেয়ে কম অর্থ ডিপোজিট করার সুবিধা প্রদান করে তার সাথে বিভিন্ন ধরনের ডিপোজিট বোনাসের সুবিধা দেয়। আপনি শর্ত-সাপেক্ষে এই বোনাস উত্তোলনও করতে পারবেন।

প্রাথমিক পর্যায়ে যারা ট্রেড শিখতে চাচ্ছেন তাদের জন্য, আমাদের পছন্দ হচ্ছে, Instaforex । এটি একটি মাইক্রো লটের ব্রোকার সুতরাং আপনার প্রফিট/লস হবে অনেক কম। ভালো করে ট্রেড শিখার পর আপনি অন্য কোনও ব্রোকার পছন্দ করে নিতে পারবেন। ইন্সটাফরেক্স ব্রোকার সম্পর্কিত যদি আপনার কোনও প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে আমাদের ওয়েবসাইটের '**ইন্সটাফরেক্স ব্রোকার**' আর্টিকেলটি দেখতে পারেন। আপনি এখানে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

যারা অনেকদিন ধরে ট্রেড করছেন, তাদের জন্য পরামর্শ হচ্ছে **WesternFx ব্রোকার।** স্ট্যান্ডার্ড লট এর এই ব্রোকার আমাদের দেখা অন্যান্য ব্রোকারের থেকে সবচেয়ে দ্রুত ট্রেড এক্সিকিউশন করতে সহায়তা করে থাকে। যেখানে অন্যকোনও ব্রোকারে এন্ট্রি নেয়ার সময় আপনি বার বার Re-quote দেখতে পাবেন সেখানে এই ব্রোকারে সেই সম্ভাবনা খুবই কম।

এদের ভালো সার্ভিস এবং দ্রুত ট্রেড এক্সিকিউশন টাইম এর কারণে আমাদের দেশে এই ব্রোকারের জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এর আর একটি বড় সুবিধা হচ্ছে, আপনি এই ব্রোকারে সরাসরি টাকা ডিপোজিট করতে পারবেন অর্থাৎ আপনাকে কোনও ধরনের **$ কিনে** তারপর ডিপোজিট করার প্রয়োজন পরবে না।

এছাড়াও, আপনার যদি একাউন্ট সংক্রান্ত কোনও ধরনের অভিযোগ থেকে তাহলে সবার থেকে তাড়াতাড়ি এর সহায়তা পাবেন। WesternFx ব্রোকার, সরাসরি আমাদের ওয়েবসাইটে তাদের ক্লায়েন্ট সাপোর্ট প্রদান করে থাকে। আপনার যদি এই ব্রোকার সংক্রান্ত কোনও সমস্যা হয় তাহলে আমাদের ওয়েবসাইটে থেকে তাদের সাপোর্ট পেতে পারবেন।

এই ব্রোকার সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের আর্টিকেল আমরা রেখেছি আপনাদের জন্য। আশা করি আপনি এই আর্টিকেলগুলো পড়ে আরও বেশী জানতে পারবেন এবং শিখতে পারবেন। **WesternFX ব্রোকার** সম্পর্কে বিস্তারিত জানুন।

কিভাবে টাকা লেনদেন করবেন?

আমরা সবচেয়ে বেশী সন্দেহে থাকি, কিভাবে এই ফরেক্স মার্কেটে অর্থ লেনদেন করবো এই বিষয়ে। যেহেতু বাংলাদেশ থেকে সরাসরি ফরেক্স মার্কেটে অর্থ ডিপোজিট করার কোনও সুযোগ নেই সুতরাং ট্রেডারদের অন্য কিছু উপায়ে টাকা ডিপোজিট এবং উত্তোলন করার প্রয়োজন হয়।

আমাদের দেশ থেকে সবচেয়ে নিরাপদে ফরেক্স এবং বাইনারি ট্রেডে অর্থ ডিপোজিট করার মাধ্যম হচ্ছে Neteller এবং Skrill । বাংলাদেশ থেকে যারা ফরেক্স ট্রেড করেন তাদের প্রায়ই ৯৮ ভাগ এই দুটির মাধ্যমেই অর্থ লেনদেন করে থাকেন। আমরাও আপনাকে পরামর্শ দিবো এই দুই মাধ্যমের সাহায্যে টাকা লেনদেন করার জন্য। অন্য কোনও উপায়ে অর্থ লেনদেন করবেন না।

আমাদের দেশে সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে Neteller । লন্ডন ভিত্তিক এই প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ থেকে সরাসরি আপনাকে একাউন্ট খোলার সুবিধা প্রদান করে এবং অর্থ লেনদেন করার ক্ষেত্রে আপনি এদের বিশ্বাস করতে পারেন। এটি FCA রেগুলেটেড একটি প্রতিষ্ঠান সুতরাং আপনার টাকা এখানে নিরাপদ। ফ্রি নেটেলার একাউন্ট খোলার জন্য '**একাউন্ট** খুলুন' এই লিংকে ক্লিক করুন। একাউন্ট খোলার পর আপনাকে অবশ্যই আপনার একাউন্টকে ভেরিফাই করে নিতে হবে। একাউন্ট ভেরিফিকেশনের প্রক্রিয়ার বিস্তারিত জানতে আমাদের এই আর্টিকেলটি '**Neteller Verification**' পড়ে নিন। এই আর্টিকেলে বিস্তারিতভাবে লিখা আছে কিভাবে আপনি আপনার Neteller Account ভেরিফাই করবেন। যদি আপনার একাউন্ট ভেরিফিকেশন করতে কোনও ধরনের সমস্যা হয় তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

ফরেক্স মার্কেটে অর্থ ডিপোজিট করার আর একটি জনপ্রিয় মাধ্যম হচ্ছে Skrill । এই প্রতিষ্ঠানটি পূর্বে MoneyBookers নামেও পরিচিত ছিল। আমাদের দেশে এই Skrill অনেক বেশী পরিমাণ জনপ্রিয় একটি পেমেন্ট করার মাধ্যম। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, এটি খুব সহজে পাওয়া যায় এবং এর মাধ্যমে আপনার অর্জিত অর্থ সরাসরি আপনার লোকাল ব্যাংক একাউন্টে ট্র্যান্সফার করে নিতে পারবেন। এছাড়াও, আপনি যদি Skrill এর VIP Member হতে পারেন তাহলে আপনি এর একটি Master Card পাবেন যার মাধ্যমে পৃথিবীতে যেকোনো ATM থেকে সরাসরি টাকা তুলে নিতে পারবেন সেকেন্ডের মধ্যে। ফ্রি এই একাউন্ট খোলার জন্য এই লিংক '**Skrill Account**' ক্লিক করুন। একাউন্ট খোলার পর আপনাকে ভেরিফাই করে নিতে হবে। এর জন্য আমাদের এই আর্টিকেলটি '**Account Verification**' পড়ুন। এখানে ভেরিফিকেশনের জন্য সমস্ত তথ্য দেয়া আছে।

লক্ষ্য করবেন, কোনও রুপ ভুল তথ্য দিয়ে একাউন্ট ওপেন করবেন না। এবং একাউন্ট ভেরিফাই করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি, যেমন- NID/Driving Lisence/Passport এবং ঠিকানা ভেরিফাই করার জন্য Bank Statement/Utility Bill এর কপি থাকতে হবে। যদি আপনার কাছে এই তথ্যগুলো না থাকে তাহলে একাউন্ট খোলার দরকার নেই। ভুল তথ্য দিয়ে একাউন্ট খুলে থাকলে আপনি নিজেই পড়ে বিপদে পরবেন। প্রয়োজনে আমাদের ইমেইল করুন।

বিভিন্ন ব্রোকার নিয়ে আলোচনা

Instaforex – বাংলাদেশে এই ব্রোকার খুবই জনপ্রিয় এবং বিশ্বব্যাপী এদের গ্রাহক রয়েছে প্রায় ৭০ লক্ষেরও বেশী। যারা নতুন ফরেক্স ট্রেড করছেন তাদের জন্য এই ব্রোকার হচ্ছে আদর্শ। এখানে আপনি সর্বনিম্ন $5 ডিপোজিট করে ট্রেড শুরু করতে পারবেন। এই ব্রোকার সবচেয়ে বেশী পরিমাণ ট্রেডেবল ডিপোজিট ভনাস প্রদান করে যা নতুন ট্রেডার হিসাবে সবচেয়ে ভালো।

SuperForex – বেশ ভালো একটি ব্রোকার। এই ব্রোকারের তথ্য মতে বাংলাদেশে এর গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ। রেগুলেটেড এই ব্রোকার ট্রেড করার জন্য বিভিন্ন সুজগ-সুবিধা প্রদান করে থাকে। এদের রয়েছে বিভিন্ন ধরমের ডিপোজিট বোনাসের সুবিধা সেই সাথে রয়েছে বাংলাতে ক্লায়েন্ট সাপোর্ট। এই ব্রোকার বিভিন্ন ধরনের ট্রেডিং একাউন্ট খোলার সুবিধা প্রদান করে থাকে।

WesternFX – স্ট্যান্ডার্ড লটের ব্রোকার হিসাবে আমাদের দেশে এই ব্রোকার অনেক জনপ্রিয়। এদের সবচেয়ে ভালো সুবিধা হচ্ছে এর ট্রেডিং এক্সিকিউশন টাইম অনেক দ্রুত। অর্থাৎ, আপনার এন্ট্রি নিতে কোনও ঝামেলা হবে না। এছাড়াও রেগুলেটেড এই ব্রোকারে, আপনি সরাসরি টাকা ডিপোজিট করার সুবিধা পাবেন। আপনি যদি ভালো একটি স্ট্যান্ডার্ড লটের ব্রোকার সম্পর্কে জানতে চান তাহলে আমরা এই ব্রোকারের পরামর্শ প্রদান করবো।

Exness - Real Madrid ফুটবল ক্লাবের অফসিয়াল স্পন্সর এই স্ট্যান্ডার্ড লটের ব্রোকার সম্পর্কে বিস্তারিত বলার কিছু নেই। সবাই এই নামের সাথে পরিচিত। এই ব্রোকারের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রাহকের অর্থ লেনদেন করে থাকে। অর্থাৎ, আপনার একাউন্ট থেকে প্রফিট উত্তোলনের জন্য কয়েক সেকেন্ডের বেশী লাগবে না।

ডাইভারজেন্স ট্রেডিং এর কিছু বিষয়

1.1. ডাইভারজেন্স ট্রেডিং কি? - এক কথায়, ডাইভারজেন্স ট্রেডিং হচ্ছে মার্কেটে প্রাইস এবং ইন্ডিকেটরের মুভমেন্টের মধ্যকার পার্থক্য। মার্কেট প্রাইস এবং মোমেন্টাম সাধারণত একই সাথে মুভ করে থাকে। যদি মার্কেট প্রাইসে **হাইয়ার হাই (higher high)** হয় তাহলে মোমেন্টাম অস্কিলেটর (oscillator) ও **হাইয়ার হাই (higher high)** হবে। আবার যদি, যদি মার্কেট প্রাইসে **লোয়ার লো (lower low)** হয় তাহলে মোমেন্টাম অস্কিলেটর (oscillator) ও **লোয়ার লো (lower low)** হবে। যদি এরকম না হয় তাহলে বুঝতে হবে, মার্কেট প্রাইস এবং অস্কিলেটর একে অন্যের থেকে ডাইভারজিং হচ্ছে। এই সম্পর্কে **বিস্তারিত পড়ুন।**

1.2. ডাইভারজেন্স ট্রেডিং কিভাবে করবেন? - ডাইভারজেন্স ট্রেডিং প্রধানত দুই ধরনের হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে, Regular ডাইভারজেন্স ট্রেডিং এবং অন্যটি হচ্ছে Hidden ডাইভারজেন্স ট্রেডিং। আপনাদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে আমরা, এই দুই রকমের ডাইভারজেন্স ট্রেডিং উদাহরণ সহ '**ডাইভারজেন্স ট্রেডিং**' আর্টিকেলে দিয়েছি। অনুগ্রহ করে লিংকে ক্লিক করে বিস্তারিত পড়ে নিন।

Fx Bangladesh
school + advisor

1.3. ডাইভারজেন্স ট্রেডিং এ এন্ট্রি নেয়ার কৌশল - সমস্যা হচ্ছে আমরা অনেক সময় অনেক আগেই মার্কেট প্রাইসে এন্ট্রি নিয়ে নেই। সঠিক প্রাইস পয়েন্টের জন্য আমরা অপেক্ষা করি না। ডাইভারজেন্স ট্রেডিং এর কিছু কৌশল আছে যেটা ব্যবহার করে আপনি সঠিক পয়েন্টে আপনার ট্রেডের এন্ট্রি নিতে পারবেন। যদি আপনি, আমাদের কৌশলগুলো মেনে ডাইভারজেন্স ট্রেডিং করেন তাহলে আপনি সঠিক স্থানে এন্ট্রি নিতে পারবেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য '**ডাইভারজেন্স কৌশল**' আর্টিকেলটি ভালো করে পড়ে নিন।

1.4. ডাইভারজেন্স ট্রেডিং এর প্রধান শর্ত সমূহ - আপনি যদি আমাদের দেয়া এই শর্ত মেনে ডাইভারজেন্স ট্রেড করে থাকেন তাহলে আস্তে আস্তে আপনার ডাইভারজেন্স ট্রেন্ড চিহ্নিত করা এবং এই ট্রেড থেকে প্রফিট করার সম্ভাবনা অনেকাংশে বেড়ে যাবে। আর যদি আপনি এই নিয়মগুলো মেনে না চলেন তাহলে আমাদের আশা, আপনাদের বার বার আমাদের ওয়েবসাইটে আসতে হবে এবং বারবার আমাদের আর্টিকেলগুলোকে মুখস্ত করতে হবে। এই শর্তগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে '**ডাইভারজেন্সের শর্ত**' আর্টিকেলটি পড়ুন।

এডভান্স ট্রেডিং এর বিষয়

1.1. **ফরেক্স পিভট পয়েন্ট এনালাইসিস -** পিভট পয়েন্ট হচ্ছে ফরেক্স চার্টের সম্ভাব্য সাপোর্ট এবং রেজিস্টেন্স লেভেল নির্দেশের একটি বহুল ব্যবহৃত মাধ্যম। পিভট পয়েন্টকে আপনি আপনার চার্টে প্রবেশ করান এবং এটির সাপোর্ট এবং রেসিটেন্স লেভেল সম্ভাব্য মার্কেট প্রাইস একশনের পরিবর্তনকে নির্দেশ করবে। মার্কেট প্রাইস একশন বুঝার জন্য পিভট পয়েন্ট ফরেক্সে অনেক জনপ্রিয় একটি মাধ্যম। এটি ট্রেডারকে মার্কেট প্রাইসের সম্ভাব্য মুভমেন্ট সম্পর্কে ধারনা প্রদান করে থাকে। যেমন আপনি কোথায় বাই অথবা সেল এন্ট্রি নিবেন, প্রাইসের রিভার্সাল পয়েন্ট চিহ্নিত (যেখানে গিয়ে প্রাইস বিপরীত দিকে ফিরে আসে) করার জন্য ট্রেডাররা পিভট পয়েন্ট ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে থাকেন। পিভট পয়েন্ট ক্যালকুলেট করা এবং বিস্তারিত জানার জন্য '**পিভট পয়েন্ট**' আর্টিকেল দেখুন।

1.2. **স্কাল্পিং কি? -** ফরেক্স ট্রেডিং এর সবচেয়ে দ্রুততম ট্রেড হচ্ছে স্কাল্পিং। এই ধরনের ট্রেড গুলো মূলত কয়েক সেকেন্ড থেকে শুরু করে কয়েক মিনিটের জন্য হয়ে থাকে। ফরেক্স স্কাল্পারদের প্রধান মন্ত্র হচ্ছে, মার্কেটে যখন মুভমেন্ট বেশী থাকে তখন ছোট প্রফিট বের করে নিয়ে আশা এবং এটার পুনারাবৃত্তি করতে থাকা। স্কাল্পিং ট্রেডিং এর জন্য সূক্ষ্ম নজর এবং দ্রুত চিন্তা সবচেয়ে বেশী পরিমান প্রয়োজন। **বিস্তারিত পড়ুন** ।

1.3. **Fibonacci সম্পর্কে বিস্তারিত -** Fibonacci একটি নিখুত গণনাকারী গাণিতিক পদ্ধতি বলে, Forex Analyst রা এই গাণিতিক পদ্ধতিটিকে Forex Platform এ ব্যবহার করার জন্য "Fibonacci Retracement" নামে একটি Tools তৈরি করে। "Fibonacci Retracement" indicator/tools টি Forex মার্কেটে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় । কারণ মার্কেটের Trend বোঝার ক্ষেত্রে বা Trending Market-এ এই indicator টি খুব ভাল কাজ করে। এর কিছু নির্দিষ্ট Golden Ration Level রয়েছে, যেগুলোকে Retracement Level ও Extension Level বলে, অনেক একে Pivot Point ও বলে থাকেন। 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8% এগুলো হচ্ছে Retracement Level, এবং 100.0%, 127.2%, 161.8% এগুলো হচ্ছে Fibonacci Extension Level। বিস্তারিত জানতে '**Fibonacci**' আর্টিকেলটি পড়ুন।

1.4. **নিউজ ট্রেডিং** – প্রতি সপ্তাহেই বিশ্বব্যাপী কিছু গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক খবর কিংবা ইভেন্ট প্রকাশিত হয় যা সরাসরি ফরেক্স মার্কেটকে প্রভাবিত করে থাকে। একজন দক্ষ ফরেক্স ট্রেডার হতে হলে আপনাকে অবশ্যই এই সকল নিউজ এবং ইভেন্টগুলোর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। আপনাদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে আমরা এই সব নিউজগুলোকে একটি ক্যালেন্ডার হিসাবে দিয়েছি। প্রতিটি নিউজের সময় বাংলাদেশের সময় অনুযায়ী দেয়া আছে। সবসময়ই কোনও ট্রেডে এন্ট্রি নেয়ার আগে ওই কারেন্সি সম্পর্কিত কোনও নিউজ রয়েছে কিনা সেটা দেখে নিন। **ফরেক্স ক্যালেন্ডার** ।

বাইনারি ট্রেডিং সম্পর্কে

1.1. **ফরেক্স এবং বাইনারির মধ্যে কিছু পার্থক্য -** সাধারণত অনেকেই বাইনারি এবং ফরেক্স ট্রেডকে একই রকম মনে করে থাকেলেও এ দুটি সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা। আপনাকে ট্রেড শুরু করার পূর্বে জানতে হবে কোনটি আপনার জন্য ভালো হবে। অনেকেই আমাদের প্রশ্ন করেণ এই বিষয়ে তাদের সুবিধার জন্য আমাদের এই '**Forex Vs Binary**' আর্টিকেল।অনুগ্রহ করে এই লিংক থেকে সম্পূর্ণ আর্টিকেলটি পড়ে নিন।

1.2. **বাইনারি ট্রেড করার আদর্শ সময় –** ২৪ ঘন্টা এবং সপ্তাহের ৭ দিন বাইনারি ট্রেডিং করা গেলেও আমরা আপনাকে অনুরোধ করবো, আমরা যে সময়গুলোকে আপনাদের জন্য নির্বাচন করেছি শুধুমাত্র সেই সময়ে টেড করার জন্য। এই সময়ে টেড করলে আপনার প্রফিট করার অনুপাত অনেক ভালো থাকবে। বিস্তারিত জানতে আমাদের ওয়েবসাইট থেকে '**বাইনারি ট্রেডিং টাইম**' আর্টিকেলটি পড়ে নিন।

Fx Bangladesh
school + advisor

1.3. **আপনি ফরেক্স নাকি বাইনারি ট্রেডার -** অনেক ট্রেডারই আছেন যারা ফরেক্স এবং বাইনারি ট্রেড নিয়ে সবসময়ই বিভিন্ন ধরনের বিভ্রান্তির মধ্যে থাকেন। নিজেরা বুঝতেই পারেন না কোনটি তার জন্য ভালো। কখনও ফরেক্স মার্কেটে ট্রেড করেন আবার কখনও বাইনারি অপশন ট্রেড করেন। সঠিকভাবে নির্ণয় না করার কারনে প্রায়ই বিভিন্ন ধরনের মানসিক অশান্তিতে থাকেন এবং ফলাফল স্বরূপ হয় লস। তারপরও আবার নতুন করে শুরু করার চেষ্টা করেন এবং আবারও একই ফলাফল। **বিস্তারিত পড়ুন।**

1.4. **বাইনারি ট্রেড বেশী লস কেন হয় -** বাইনারি ট্রেডিং হচ্ছে প্রফিট করার অনেক সহজ একটি মাধ্যম কিন্তু এটার জন্য আপনাকে আগে বুঝতে হবে কেন বেশীরভাগ ট্রেডার এখানে প্রফিট করতে পারে না। কেউ অল্প কিছু প্রফিট করলেও দিন শেষে তার ব্যালেন্স হয়ে যায় ডিপোজিট এর থেকে কম। অনেকেই আমাদের জিগ্গাসা করেছেন কিভাবে কম লসে বেশী প্রফিট করা যায়। এই আর্টিকেল তাদের জন্য যারা বাইনারি ট্রেড খুব ভালো করে করতে চান। '**বাইনারি এবং লস**' এই আর্টিকেলটি পড়লে এবং এর বিষয়গুলো মাথায় রেখে ট্রেড করলে, নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি দিন শেষে আপনার প্রফিটের অনুপাতই বেশী থাকবে।

বাইনারি একাউন্ট এবং ব্রোকার

বাইনারি ট্রেড করার জন্যও কিছু ব্রোকার রয়েছে। আপনি এখানে একটি রিয়েল একাউন্ট খুলে ট্রেড শুরু করতে পারবেন। অনলাইনে খুজলে অসংখ্য ব্রোকার পাবেন তবে সবচেয়ে ভালো একটি ব্রোকার নিয়ে আজকে আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিব।

প্রথমে আপনাকে একটি ট্রেডিং একাউন্ট খুলে নিতে হবে এর জন্য '**একাউন্ট খুলুন**' এখানে ক্লিক করুন। আপনার ইমেইল আইডি এবং সম্পূর্ণ নাম লিখে সাবমিট করুন এবং প্রথমে প্র্যাকটিস করে নিন। এই ব্রোকারে ট্রেড করার অভিজ্ঞতা অনেক ভালো। এদের 24/7 ক্লায়েন্ট সাপোর্ট রয়েছে যার ফলে কোনও সমস্যা হলে আপনি সাথে সাথেই সহায়তা পাবেন। এই ব্রোকারে আপনি Neteller কিংবা Skrill এর মাধ্যমে অর্থ ডিপোজিট করতে পারবেন এবং সর্বনিম্ন $2 উত্তোলনও করতে পারবেন। একটি ভালো এবং নির্ভরযোগ্য ব্রোকার হিসাবে আমরা আপনাকে এই ব্রোকারে ট্রেড করার পরামর্শ প্রদান করছি। এছাড়াও, আপনার যদি এই ব্রোকার সম্পর্কে বিস্তারিত কোনও কিছু জানার থাকে তাহলে '**বাইনারি ব্রোকার পরিচিতি**' আর্টিকেলটি পড়ে নিন। এখানে আপনার প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য দেয়া আছে।

Fx Bangladesh
school + advisor

IQ Option Broker - আপনি যেকোনো ব্রোকারেই বাইনারি ট্রেড করতে পারেন কিন্তু যদি আমাদের পরামর্শ চান তাহলে আমরা বলবো IQ Option Broker এর নাম। বাইনারি ব্রোকার হিসাবে এই ব্রোকার অনেকদিন ধরে সার্ভিস প্রদান করছে এবং আমাদের দেশেও আপনি এই ব্রোকারে ট্রেড করতে পারেন। এই ব্রোকার বাইনারি ট্রেডিং মার্কেটে অনেক বেশী জনপ্রিয়। এর মোবাইল ট্রেডিং প্লাটফর্ম Play Store থেকে এ পর্যন্ত ডাউনলোড হয়েছে প্রায় ১ কোটি)10 Million) বারেরও বেশী। সেই সাথে এটি একটি রেগুলেটেড বাইনারি ট্রেডিং ব্রোকার এবং পর্যন্ত এটি প্রচুর পরিমাণ এ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে, সর্বনিম্ন $10 ডিপোজিট করে আপনি ট্রেড শুরু করতে পারবেন এবং সর্বনিম্ন $1 দিয়ে আপনি এন্ট্রি নিতে পারবেন। এখানে আপনি প্র্যাকটিস ট্রেডও করতে পারবেন। এছাড়াও, এদের প্রচুর পরিমাণ ট্রেডিং প্রতিযোগিতা হয় যেখানে আপনি অংশগ্রহণও করতে পারবেন।

বাইনারি ট্রেডিং কৌশল সমূহ

আপনাদের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে আমরা বাইনারি ট্রেড সম্পর্কিত কিছু ট্রেডিং কৌশল আপনাদের সুবিদার্থে প্রকাশ করেছি। আমরা বিশ্বাস করি, আপনি যদি আমাদের প্রকাশিত এইসব কৌশল অবলম্বন করে বাইনারি ট্রেড করেন তাহলে আপনার প্রফিটের অনুপাত অনেকাংশে বেড়ে যাবে। এই সব কৌশলগুলো আমাদের ট্রেডিং অভিজ্ঞতা থেকে নেয়া এবং আমরা এই কৌশলগুলো ব্যবহার করে ভালো ফল পেয়েছি।

১) আমরা এখানে সিম্পল মুভিং এভারেজ এর পরিবর্তে **এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (EMA)** ব্যবহার করবো। এখানে আমরা তিনটি আলাদা আলাদা এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (EMA) ব্যবহার করেছি। যেখানে,

নীল লাইন হচ্ছে– 6 পিরিয়ডের এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং
হলুদ লাইন হচ্ছে– 14 পিরিয়ডের এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং
লাল লাইন হচ্ছে– 26 পিরিয়ডের এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ। **বিস্তারিত জানুন**…

২) মারটিঙ্গেল থিওরির প্রধান নীতি হচ্ছে আপনি প্রথমে যেই ট্রেড করবেন যদি সেটাতে লস করেন তাহলে পরের ট্রেড ডাবল লটে করবেন। ধরুন, একটি পেয়ারে 1 Lot এর একটি বাই/BUY এন্ট্রি নিলেন। কোনও কারণে আপনার ট্রেডটি লস হোল। সুতরাং, আপনাকে এই লস রিকভার করার জন্য অন্য আর একটি এন্ট্রি নিতে হবে? আপনি পরের নতুন এন্ট্রি নিবেন ডাবল লটে অর্থাৎ 2 Lot। এটাই হচ্ছে মারটিঙ্গেল থিওরি। **বিস্তারিত জানুন** ।

আমাদের আরও বেশ কিছু বাইনারি ট্রেডিং কৌশল রয়েছে। সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে '**ট্রেডিং কৌশল**' ক্লিক করুন।

মেটাট্রেডার প্ল্যাটফর্ম নিয়ে বিস্তারিত

প্রতিটি ব্রোকারই তাদের ক্লায়েন্টদেরকে একটি নির্দিষ্ট টার্মিনালের মাধ্যমে ট্রেড সম্পাদন করার সুযোগ প্রদান করে থাকে। গ্রাহকগণ এই ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে নিজস্ব ট্রেডিং আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করে ট্রেড করতে পারবেন এবং মার্কেট প্রাইসের মুভমেন্ট কম্পিউটারে দেখতে পারবেন।

MT= Meta Trader অর্থাৎ যা মাধ্যমে আপনি ফরেক্স ট্রেড করবেন এবং 4 হচ্ছে এই ভার্সন। এক কথায় MT4 হচ্ছে মেটা ট্রেডার এর ৪র্থ সংস্করণ। এটি একটি বিশেষায়িত সফটওয়্যার যা ব্যাবহার করে আপনি ফরেক্স ট্রেড করবেন।

এই সফটওয়্যারটি প্রতিটি ব্রোকার তাদের গ্রাহকগণকে প্রদান করে থাকে। আপনি যেই ব্রোকারে ট্রেড করেন সেখান থেকে এই সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। আজের আর্টিকেলে আমরা জনপ্রিয় ব্রোকার ইন্সটাফরেক্স এর ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম নিয়ে আলোচনা করবো।

প্রতিটি ব্রোকারের ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম একই রকম। তেমন কোনও পার্থক্য নেই তবে আপনি একটি ব্রোকারের প্ল্যাটফর্মে অন্য ব্রোকারের ট্রেডিং একাউন্ট দিয়ে লগইন কিংবা ট্রেড করতে পারবেন না। অর্থাৎ, আপনি ইন্সটাফরেক্স এর MT4 Platform ব্যাবহার করে WesternFX ব্রোকারের ট্রেড করতে পারবেন না।

এই ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের আরও কিছু সুবিধা রয়েছে যা আপনি ট্রেড করতে ব্যবহার করতে পারবেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমাদের **MT4 Platform** আর্টিকেলটি পড়ুন।

ফরেক্স প্রতারণা

বেশ কিছুদিন ধরে আমরা, আপনাদের কাছ থেকে বেশ কিছু অভিযোগ পেয়েছি ফরেক্স এবং বাইনারি ট্রেড বিষয়ে। অনেকেই আমাদের অনুরোধ করেছেন এই Forex Scam নিয়ে যাতে একটি আর্টিকেল সবার সাথে শেয়ার করি। আপনার যদি এধরনের কোনও অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে তাহলে আমাদের সাথে শেয়ার করুন।

লক্ষ্য করুন, ফরেক্স কিংবা বাইনারি ট্রেড অনেক রিস্কি বিষয়। যারা এই রিস্ক সম্পর্কে বুঝেন তাদেরকেই এই ট্রেড করার পরামর্শ প্রদান করবো। এখানে আমরা কিছু Forex Scam সম্পর্কে আপনাদের কাছে তুলে ধরেছি।

- কোনও ধরনের বিজ্ঞাপন কিংবা অর্থ উপার্জনের প্রলোভনে পড়ে ফরেক্স ট্রেড করবেন না।
- অতিরিক্ত মুনাফার প্রলোভনে পড়ে ফরেক্স ট্রেড করবেন না।
- বিশেষ কোনও ধরনের **Robot কেনা থেকে বিরত থাকুন।** মনে রাখবেন ফরেক্স মার্কেট কারোও দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। Robot যদি এত ভালো নির্দেশক হিসাবে কাজ করত তাহলে **পৃথিবীতে Bill Gates সর্বাপেক্ষা ধনী থাকতেন না**।
- **১০০% নিশ্চিত প্রফিট**, এই ধরনের বিজ্ঞাপন থেকে দূরে থাকুন।
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে **ফরেক্স সম্পর্কিত কোর্স** করার আগে তাদের সম্পর্কে যাচাই-বাছাই করে নিন। মনে রাখবেন, অন্যের কাছ থেকে শিখার চেয়ে নিজে কষ্ট করে শিখতে পারলে সবচেয়ে বেশী সাফল্য পাবেন।
- নিজের ট্রেডিং একাউন্টের **আইডি এবং পাসওয়ার্ড** অন্য কারও সাথে শেয়ার করবেন না।
- **Neteller কিংবা Skrill** কেনা বেচা করার আগে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করবেন।
- ট্রেড করার জন্য **অন্য কারোর উপর বিনিয়োগ** করবেন না। আপনি যা বুঝেন না সেটা না করাই ভালো।
- একজন ভালো ট্রেডার হতে গেলে, **প্র্যাকটিস ছাড়া কোনও বিকল্প নেই।** আপনি যত বেশী জানবেন ততো বেশী শিখতে পারবেন। তাই নিজের জানার ইচ্ছাকে আরও বেশী প্রসারিত করুন।
- রিয়েল ট্রেড করার জন্য, আগে **ডেমো/প্র্যাকটিস ট্রেড ভালো করে বুঝুন।** ডেমো ট্রেড না করে কখনো রিয়েল ট্রেড করবেন না।
- ফরেক্স কিংবা বাইনারি ট্রেড করার জন্য সবসময় Neteller/Skill ব্যবহার করুন।
- ট্রেডিং একাউন্ট খোলার জন্য **কখনো ভুল তথ্য প্রদান করবেন না।** এতে করে পড়ে আপনি নিজেই বিপদে পরবেন।
- কোনও নির্দিষ্ট ব্রোকারে ট্রেড করার আগে ওই ব্রোকারের **Client Agreement** ভালো করে পড়ুন এবং বুঝতে না পারলে ওই ব্রোকারের সাপোর্টে যোগাযোগ করুন।
- কারও **দেখাদেখি ট্রেড নিবেন না** কিংবা করবেন না। দক্ষ ট্রেডার হতে হলে আপনাকে আত্মনির্ভরশীল হতে হবে।
- **Public Wifi** নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়ে ট্রেড করবেন না। কারণ সেখানে Hack হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। নিজের ফোন কিংবা কম্পিউটার ছাড়া অন্য কারোও সিস্টেম থেকে ট্রেড করবেন না।
- যেই কম্পিউটার কিংবা ফোন থেকে ট্রেড করেন সেটাতে অন্য কাজের পরিমাণ কমিয়ে রাখবেন। **অপ্রয়োজনীয় এপ্লিকেশন কিংবা সফটওয়্যার ইন্সটল করা থেকে বিরত থাকুন** এবং নির্ভরযোগ্য কোনও ওয়েবসাইট ছাড়া ব্যবহার সীমিত করুন।

ঝুঁকি সতর্কতাঃ ফরেক্স এবং বাইনারি ট্রেডিং সবচেয়ে ঝুঁকির মার্কেট। এখানে বিনিয়োগ করার পূর্বে নিজে এই মার্কেট সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিন। যদি আপনি মনে করেন এই ঝুঁকি আপনি গ্রহন করতে পারবেন না, তাহলে আগে থেকেই ফরেক্স মার্কেটকে বিদায় জানান। এতে করে আপনার অর্থ এবং সময় দুটিই বেঁচে যাবে।

পরিশেষে–

আমরা চেষ্টা করেছি, আপনাদেরকে ফরেক্স সম্পর্কে কিছু ভালো গাইডলাইন প্রদান করার। এই কাজে আমরা কতটুকু সফল জানি না, তবে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, আপনাকে একজন দক্ষ ট্রেডার হিসাবে গড়ে তোলা। আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত, আমাদের এই লক্ষ্যে পৌছাতে আরও অনুপ্রাণিত করবে। আপনার যেকোনো প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

আমাদের ইমেইল নিউজলেটার সাবসক্রাইব করে রাখুন যাতে করে আপনাকে সরাসরি গুরুত্বপূর্ণ ইমেইল আপডেট পাঠাতে পারি।

Help Desk- info@fxbangladesh.com
Support – support@fxbangladesh.com
Finance – finance@fxbangladesh.com

Hotline-
+8801558006880, +8801818714683

Affiliated With

WSJ

Paysafe

Inv

analyzenr

NETELLER
Skrill